বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

জোড়খালী ইউনিয়ন, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

সম্পাদনা

রাশেদা কে. চৌধূরী

গ্রন্থনা

কে. এম. এনামুল হক

গিয়াসউদ্দিন আহমেদ

মোঃ আব্দুর রউফ

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি
আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)

প্রচ্ছদ
নিত্য চন্দ্র

যোগাযোগের ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১৩২৮৪২, ইমেইল: info@campebd.org
ওয়েরসাইট: www.campebd.org

মুদ্রণে: দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩, নয়াপল্টন, ঢাকা –১০০০

মুখবন্ধ

শিক্ষা মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হতো স্থানীয় জনগোষ্ঠী উদ্যোগে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রায় ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সরকার এবং শিক্ষা প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব বাড়ে, শিক্ষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয় কিন্তু জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষার' লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিত–কে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান "প্রত্যাশা" কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি *বেইসলাইন* তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নির্বাচিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপে ব্যবহার করা হয়। 'প্রত্যাশা' কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নে বেইসলাইন তৈরির জন্য খানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

এ জরিপ পরিচালনায় জোড়খালী ইউনিয়ন 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ' এবং স্থানীয় সহযোগী সংগঠন 'আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় তরুণদের সমন্বয়ে একদল ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজার অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই বেইসলাইন তৈরি করা সম্ভব হতো না। অভিযান–এর আরএমইডি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বেইসলাইন তৈরি কার্যক্রম সমন্বয়, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তারা প্রশংসার দাবীদার।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UKaid আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বেইসলাইন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০১৫

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

প্রেক্ষাপট

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। আবার শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক শিক্ষা বা মৌলিক শিক্ষা। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। সকল শিশুর মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রশাসন, কারিকুলাম, শিক্ষক নিয়োগ এক কথায় পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনাই স্থানীয় প্রশাসনের নিকট ন্যস্ত থাকে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় পুরোটাই বেসরকারি/স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। সেই সময়ে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাসহ সকল কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রশাসনের কর্তৃত্ব বাড়ার পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও তার প্রত্যাশিত মাত্রায় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষার্থী–শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আনন্দদায়ক শিক্ষা পরিবেশ এখনো তেমন কার্যকর নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখে অপেক্ষাকৃত দুর্গম গ্রামীণ এলাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার নির্ধারিত সময়সূচি যথাযথ অনুসৃত হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনিয়মিত উপস্থিতিও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়।

প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা গেলে বিরাজমান অবস্থার অনেকটাই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কমিউনিটির কার্যকর উদ্যোগের ফলে একটি এলাকার শিক্ষা চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। এই ধারণাকে সামনে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান PROTYASHA প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার স্থানীয় ৮টি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ"–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উপর্যুক্ত কার্যক্রমে UKaid-এর আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

১. ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে নিয়িমিত যোগাযোগ, বিরাজমান সমস্যাগুলো নিয়ে মতবিনিময় ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া;

২. নির্বাচিত ইউনিয়নে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া;

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া;

৪. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫. বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ তৈরি ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি।

জোড়খালী ইউনিয়ন নির্বাচন করার পিছনের কারণ

- সাক্ষরতার হার বিবেচনায় ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা হিসেবে ঢাকা বিভাগের মধ্যে পিছিয়ে পড়া জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার একটি ইউনিয়ন।
- স্থানীয় জনগণের মতে যমুনা বিধৌত চরাঞ্চল হওয়ায় এই এলাকা শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে।
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের আগ্রহ।

যে কোনো প্রকল্প শুরু করার পূর্বে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। যাতে বর্তমানে কী অবস্থা থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরে কী কী সূচকের পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা যায়। এছাড়া বেইসলাইনের প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর আওতায় নির্বাচিত ইউনিয়নে কাজ করার শুরুতে ইউনিয়নের শিক্ষাসহ আর্থ–সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য "খানা জরিপ" ও "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান" জরিপ পরিচালিত হয়। উপর্যুক্ত জরিপের আওতায় জোড়খালী ইউনিয়নের সকল খানা (Household) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই জরিপ কাজে দু'ধরনের প্রশ্নপত্র (Instrument) ব্যবহার করা হয়েছে। ১. খানা জরিপ

প্রশ্নপত্র, ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ প্রশ্নপত্র। জরিপ কাজে স্থানীয় ৩১ জন যুব ভলান্টিয়ার ও ৪ জন দক্ষ সুপারভাইজার কাজ করেছেন। এছাড়া জরিপ কাজে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর সদস্যগণ সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ* বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংগঠন থেকে ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের খণ্ডকালীন কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জোড়খালী ইউনিয়নের ওয়ার্ডভিত্তিক খানা ও জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জোড়খালী ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহের জন্য এই ইউনিয়নের বসবাসকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৩১জন ভলান্টিয়ার ও ৪জন সুপারভাইজার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে ইউনিয়নের মানচিত্র ব্যবহার করে যুব ভলান্টিয়ারদের ওয়ার্ড ও গ্রামভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একজন ভলান্টিয়ার প্রতিদিন সর্বনিম্ন ১৫টি থেকে সর্বোচ্চ ৩০টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুপারভাইজারগণ প্রতিদিন ভলান্টিয়ারদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ভুল সংশোধনের জন্য অসম্পূর্ণ প্রশ্নপত্রগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য পরদিন তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। ৯টি ওয়ার্ডে তথ্য সংগ্রহকারী ভলান্টিয়ারদের কাজ তদারকির জন্য ৩ জন সুপারভাইজার কাজ করেছেন। পুরো জরিপ কাজ সমন্বয় করা ১জন কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজ করেছেন। তার দায়িত্ব ছিল পুরো কাজটি সমন্বয় করা ও ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ভলান্টিয়ারদের নিজ গ্রাম বা ওয়ার্ডের পরিবর্তে ভিন্ন গ্রামে বা ওয়ার্ডে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, একইভাবে সুপারভাইজারদের নিজ ইউনিয়নের পরিবর্তে ভিন্ন ইউনিয়নের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভলান্টিয়ারগণ খানা প্রধান অথবা ঐ খানার প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো সদস্যের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। জরিপে ইউনিয়নের জনগণের শিক্ষাগত অবস্থার সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছিল। খানার তথ্য প্রদানকারীর নিকট থেকে খানার সকল সদস্যের শিক্ষাগত অবস্থার তথ্য নেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে কোনো অভিক্ষা বা টেস্ট নেওয়া হয়নি। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর প্রয়োজনীয় ক্লিনিং ও এডিটিংয়ের পর তা Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) নামক Software ব্যবহার করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

- খানা পর্যায়ে প্রদত্ত স্বপ্রণোদিত তথ্যের ওপর নির্ভরশীলতা।
- তথ্যের বিকল্প উৎস না থাকায় যাচাইয়ের সুযোগ না থাকা।

জোড়খালী ইউনিয়নের মানচিত্র

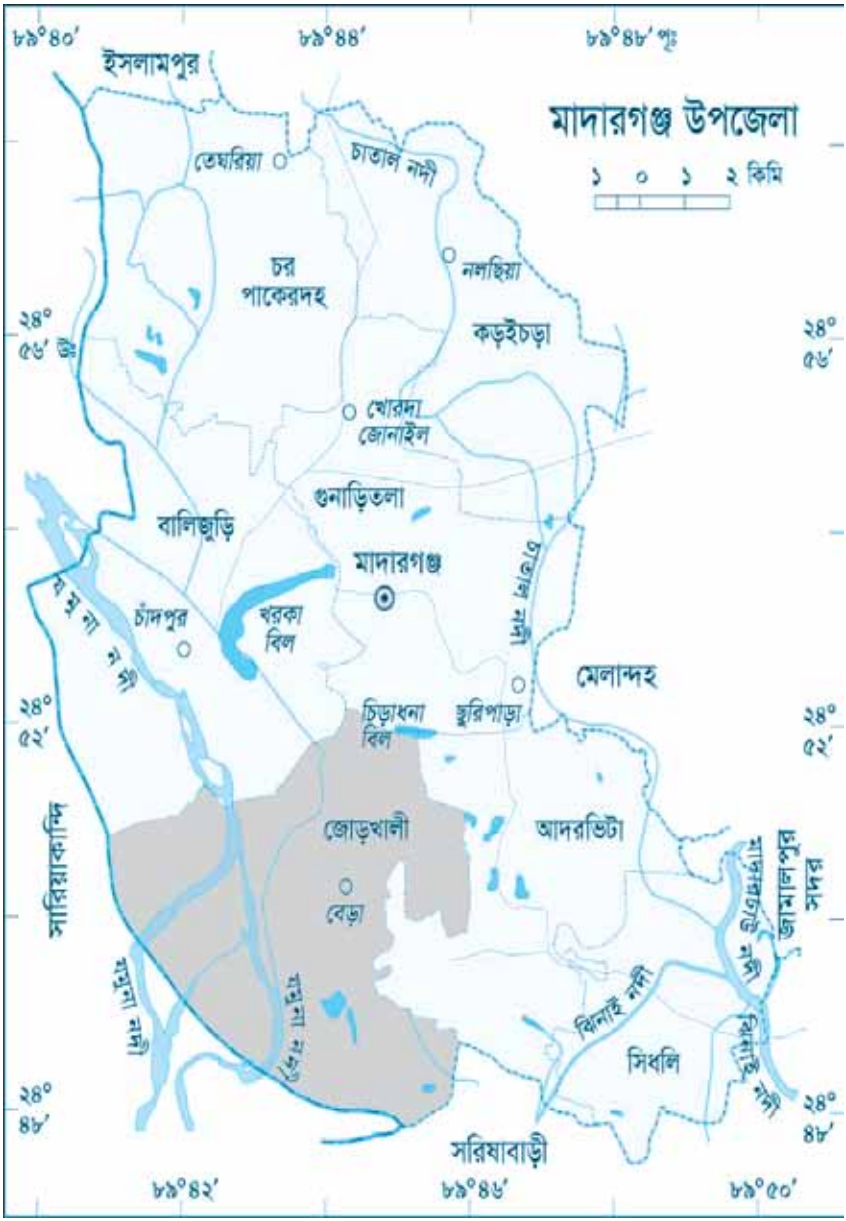

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের আগস্ট মাসে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৮,৯০৯টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০১১ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৭,৩৭০টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জন সংখ্যা ৩৭,২৬৪ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ৩২,৭০১ জন। ২০১৪ সালের জরিপে খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা পাওয়া গেছে ৪.১৮ জন যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৪৪ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১০,৮০২ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৪,৭৭৮ জন এবং ছেলে ৬,০২৪ জন (যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬-১২ বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৬,৮৫২ (মেয়ে ৩,২৭৭ এবং ছেলে ৩,৫৭৫) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৬,৫৩১ জন বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ৩,১৫৫ জন এবং ৩,৩৭৬ জন ছেলে।

খানার সংখ্যা:	৮,৯০৯টি	৭,৩৭০টি
লোকসংখ্যা:	৩৭,২৬৪ জন	৩২,৭০১ জন
খানা প্রতি গড় লোকসংখ্যা:	৪.১৮ জন	৪.৪৪ জন (আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা:	১০,৮০২ জন (মেয়ে: ৪,৭৭৮ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা:	৬,৮৫২ জন (মেয়ে: ৩,২৭৭ জন)	
৬-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী সংখ্যা:	৬,৫৩১ জন (মেয়ে: ৩,১৫৫ জন)	

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

২০১৪ সালের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৩৭,২৬৪ জন। এদের মধ্যে ১৭,৫৪৩ জন নারী, যা মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ এবং পুরুষ ৫৩ শতাংশ যা জনসংখ্যা হিসেবে ১৯,৭২১ জন। ধর্মীয় বিবেচনায় মোট জনসংখ্যার ৯৯.৬ শতাংশ

ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা মুসলিম এবং ০.৪ শতাংশ সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দু। এই ইউনিয়নে অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর লোকের বসবাস নেই।

নারী পুরুষ ও ধর্মভিত্তিক বণ্টন

পুরুষ	নারী	মোট
১৯,৭২১	১৭,৫৪৩	৩৭,২৬৪

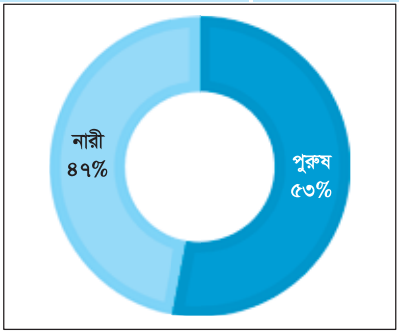

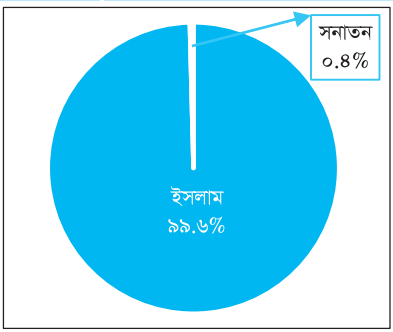

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা

জোড়খালী ইউনিয়নে মোট ৩৭,২৬৪ জন লোকসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৬,৫৪০ জন, এদের মধ্যে নারী ৩,০৩৫ জন এবং পুরুষ ৩,৫০৫ জন। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চজনসংখ্যা ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫,৪৮০ জন। তৃতীয় ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৫,৪৪৪ জন। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জনসংখ্যা সবচেয়ে কম ২,৩৫৯ জন। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা হলো যথাক্রমে ২ নম্বর ওয়ার্ডে ২,৬৫৯ জন ও ১ নম্বর ওয়ার্ডে ২,৯৬১ জন।

ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার চিত্র

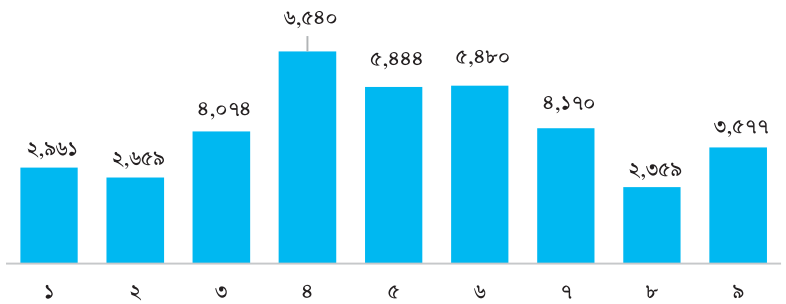

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

ওয়ার্ডভিত্তিক নারী পুরুষের সংখ্যা

ওয়ার্ড	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার %
১	১,৪৫৯	১,৫০২	২,৯৬১	৭.৯৫
২	১,২৪৫	১,৪১৪	২,৬৫৯	৭.১৪
৩	১,৯৭৬	২,০৯৮	৪,০৭৪	১০.৯৩
৪	৩,০৩৫	৩,৫০৫	৬,৫৪০	১৭.৫৫
৫	২,৫৫০	২,৮৯৪	৫,৪৪৪	১৪.৬১
৬	২,৫৫৩	২,৯২৭	৫,৪৮০	১৪.৭১
৭	১,৯১৮	২,২৫২	৪,১৭০	১১.১৯
৮	১,১২৩	১,২৩৬	২,৩৫৯	৬.৩৩
৯	১,৬৮৪	১,৮৯৩	৩,৫৭৭	৯.৬০
মোট	১৭,৫৪৩	১৯,৭২১	৩৭,২৬৪	১০০

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

জোড়খালী ইউনিয়নে জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিভাজন করলে দেখা যায় যে, ০ থেকে ৫ বছরের শিশুর মোট সংখ্যা ৪,৭৯০ জন, সেখানে মেয়ের সংখ্যা ৪৭.৪৫ শতাংশ। মোট ৬,৮৫২ জন (মেয়ে ৪৭.৮৩ শতাংশ) শিশু রয়েছে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সসীমার মধ্যে। ১৩ থেকে ১৮ বছরের মোট জনসংখ্যা ৪,৩২৭ জন (মেয়ে ৩৮.৯৬ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি মোট ১৬,০৮৬ জন (নারী ৫০.২১ শতাংশ) ১৯ থেকে ৪৫ বছর বয়সী জনসংখ্যা। ৪৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট ৩,৬৬১ জন (৪৯.৫৩ শতাংশ নারী)। সবচেয়ে কম ৬০ উর্ধ্ব জনসংখ্যা মোট ১,৫৪৮ জন (৩৯.৫৩ শতাংশ নারী)।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	২,২৭৩	২,৫১৭	৪,৭৯০	৪৭.৪৫
৬ – ১২ বছর	৩,২৭৭	৩,৫৭৫	৬,৮৫২	৪৭.৮৩
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৬৮৬	২,৬৪১	৪,৩২৭	৩৮.৯৬
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৮,০৭৭	৮,০০৯	১৬,০৮৬	৫০.২১
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,৮১৬	২,০৪৩	৩,৬৬১	৪৯.৬০
৬০+ বছর	৬১২	৯৩৬	১,৫৪৮	৩৯.৫৩
মোট	**১৭,৫৪৩**	**১৯,৭২১**	**৩৭,২৬৪**	**১০০**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

জনগণের পেশা

জোড়খালী ইউনিয়নের জনগণের পেশার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মোট ৩৭,২৬৪ জনের মধ্যে কর্মক্ষম ৭.৭২৭ জন কৃষিকাজে নিয়োজিত আছেন। গৃহিণী ১০,০২১ জন, বেসরকারি চাকরি করেন ১,০০০ জন, শ্রমিক ২৭২ জন, ব্যবসায়ী ৬৫৮ জন। সরকারি চাকরি করেন ৩৮৫ জন এবং প্রবাসে চাকরি করেন ৫২১ জন। শিক্ষার্থী ১০,৮০২ জন। এছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছেন ৭৭৯ জন।

জনসংখ্যার পেশা

পেশা	জনসংখ্যা	পেশা	জনসংখ্যা
কৃষিকাজ	৭,৬৩৭	বর্গাচাষী	৪৫
গৃহিণী	১০,০২১	রিকশা/ভ্যানচালক	১০১
ছাত্র/ছাত্রী	১০,৮০২	ব্যবসায়ী	৬৫৮
সরকারি চাকরি	৩৮৫	বেকার	২৩২
বেসরকারি চাকরি	১,০০০	শিশু শ্রমিক*	২০০
প্রবাসে চাকরি	৫২১	গৃহকর্ম	৫২৪
মৎসজীবী	৬৯	প্রযোজ্য নয়*	৪,০০৮
শ্রমিক	২৭২	অন্যান্য	৭৭৯

*** শিশু শ্রমিক: ৮ – ১৪ বছরের শিশু** *** প্রযোজ্য নয়: ০ - < ৪ বছর**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাশ করেছেন ১০১ জন। অনার্স পাশ করেছেন ১৪০ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাশ করেছেন ৩০০ জন। এইচএসসি পাশ করেছেন ১,০৯৯ জন, এসএসসি পাশ করেছেন ১,৮৪৩ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,৬১২ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,২১৬ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ২,৩৪৪ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ১৫,২৭৬ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

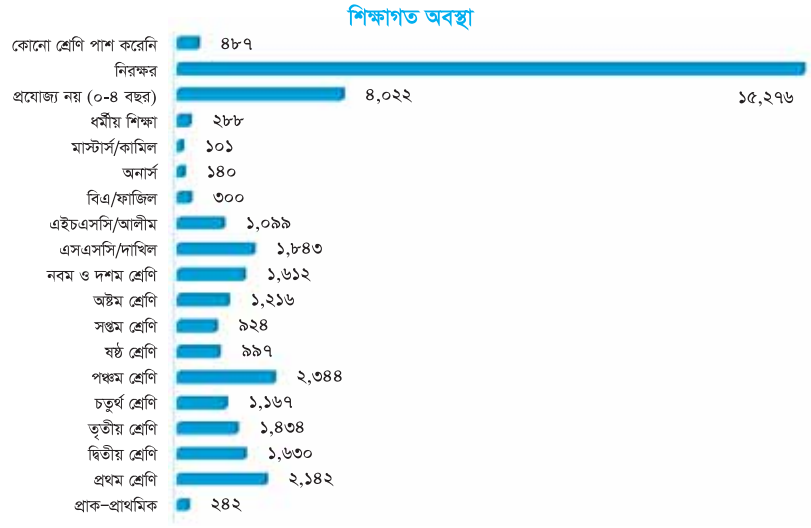

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

জোড়খালী ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট ৬,৮৫২ জন শিশু রয়েছে, এদের মধ্যে মেয়ে ৩,২৭৭ জন এবং ছেলে ৩,৫৭৫ জন। বেইসলাইন চলাকালীন সময়ে উপর্যুক্ত বয়সসীমার ৬,৫৩১ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছিল, যা শতকরা হিসেবে ৯৫.৩২ শতাংশ। এক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৬.২৭ শতাংশ এবং ছেলে শিশুর ৯৪.৪৩ শতাংশ। ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ৩২১ জন (মেয়ে ১২২, ছেলে ১৯৯)। আবার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের হার ৯৫.১৮ শতাংশ, যা ৫ থেকে ১২ বছরের শিশুদের মধ্যে তা ৯৩.২৩ শতাংশ।

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)

৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	%
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	৩,৩৭৬	৩,১৫৫	৬,৫৩১	৯২.৩১
বিদ্যালয়ে বহির্ভূত শিশু	১৯৯	১২২	৩২১	৪.৬৯
মোট:	৩,৫৭৫	৩,২৭৭	৬,৮৫২	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৭০৮	২,৫০৫	৫,২১৩	৯৫.১৮
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩,৬৫৪	৩,৩৯৯	৭,০৫৩	৯৩.২৩
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	৩২৩	২৮০	৬০৩	৩৩.৫২

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোড়খালী ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে মোট ৩২১ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৪ জন রয়েছে ৮নং ওয়ার্ডে, ৩নং ওয়ার্ডে ৫৯ জন এবং ৭নং ওয়ার্ডে ৪৫ জন।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা (৬ থেকে ১২ বছর)

ওয়ার্ড নম্বর	মোট শিশু			শিক্ষার্থী			বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	২৬৩	২৭৯	৫৪২	২৫৬	২৭৭	৫৩৩	৯
২	২৩০	২২৪	৪৫৪	২১৯	২১৭	৪৩৬	১৮
৩	৩৭১	৩৭৫	৭৪৬	৩৩৮	৩৪৯	৬৮৭	৫৯
৪	৬৬০	৫৫৭	১,২১৭	৬৩৫	৫৪৫	১,১৮০	৩৭
৫	৫০০	৪৯৮	৯৯৮	৪৮৩	৪৮৭	৯৭০	২৮
৬	৫০২	৪২১	৯২৩	৪৮০	৪০১	৮৮১	৪২
৭	৪২৪	৩৮১	৮০৫	৩৯৭	৩৬৩	৭৬০	৪৫
৮	২৭৬	২২৯	৫০৫	২৩৪	২০৭	৪৪১	৬৪
৯	৩৪৯	৩১৩	৬৬২	৩৩৪	৩০৯	৬৪৩	১৯
মোট	**৩,৫৭৫**	**৩,২৭৭**	**৬,৮৫২**	**৩,৩৭৬**	**৩,১৫৫**	**৬,৫৩১**	**৩২১**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৯০ (মেয়ে ৩৬, ছেলে ৫৪) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৭২ (মেয়ে ২৯, ছেলে ৪৩) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৮০ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯০ শতাংশ)।

৬ - ১২ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা

	মোট শিশুর সংখ্যা			লেখাপড়া করে		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
প্রতিবন্ধী	৪০	৩০	৭০	৩১	২৩	৫৪
সামান্য প্রতিবন্ধিতা	১৪	৬	২০	১২	৬	১৮
মোট	**৫৪**	**৩৬**	**৯০**	**৪৩**	**২৯**	**৭২**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৭৪.২০ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ১৯ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৫০ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে এবং ৩.৩০ শতাংশ শিশু ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অন্য উপজেলার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে।

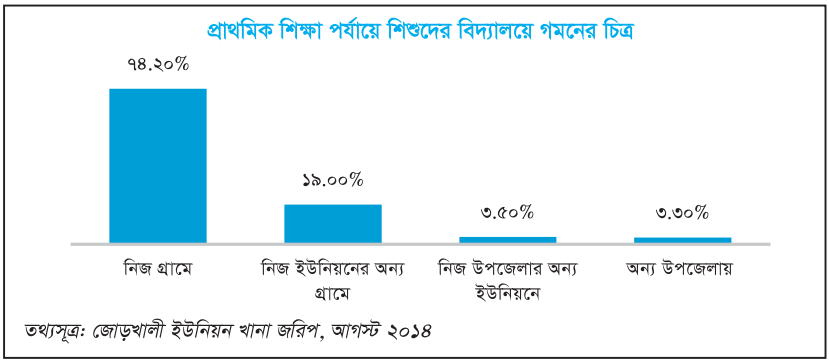

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

জোড়খালী ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ১,৬৬৫ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৭৭৩ জন এবং ছেলে ৮৯২ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১,৩৮৯ (মেয়ে ৬৬৫, ছেলে ৭২৪) জন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলের সংখ্যা বেশী থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, যথাক্রমে তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ১,১২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৯৭ জন মেয়ে এবং চতুর্থ শ্রেণিতে ৮৪৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৪৯ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে আবার বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে, সেখানে মেয়ের তুলনায় ছেলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, ৩৭৬ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর বিপরীতে ৩৯১ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

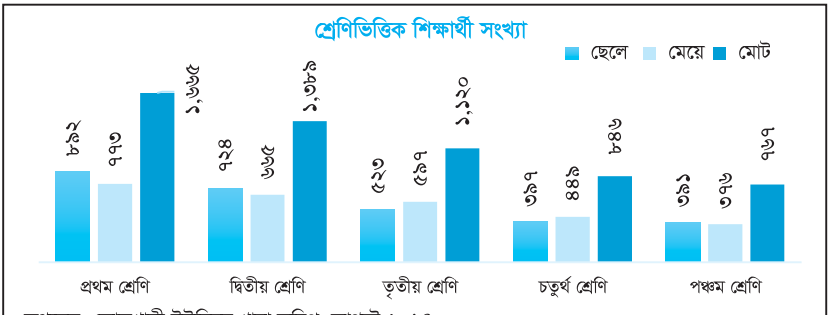

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ের অবস্থা

ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৬১.৩ শতাংশ। ৩টি আধাপাকা (৯.৭ শতাংশ) এবং ৯টি কাঁচা (২৯ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৪টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ১৩ শতাংশ। ২৩টি (৭৪ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। খারাপ অবস্থা ৪টি (১৩ শতাংশ) বিদ্যালয়ের।

বিদ্যালয়ের ভবনের অবস্থা

বিদ্যালয়ের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার	অবস্থার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
পাকা	১৯	৬১.৩	খুব ভালো	৪	১৩
আধা-পাকা	৩	৯.৭	মোটামুটি ভালো	২৩	৭৪
কাঁচা	৯	২৯	খারাপ অবস্থা	৪	১৩
মোট	**৩১**	**১০০**	**মোট**	**৩১**	**১০০**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

ইউনিয়নের ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৩২.৩ শতাংশ। ১৯টি বিদ্যালয়ে (৬১.২৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে, এখানে পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। ২টি (৬.৪৫ শতাংশ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো টয়লেট নেই।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার	বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	১০	৩২.৩	ব্যবহার উপযোগী	৭	২২.৬
উভয়েই ব্যবহার করে	১৯	৬১.২৯	মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	২১	৬৭.৭
শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য	০	০	ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৩.২
শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য	০	০	বন্ধ	০	০
পায়খানা নেই	২	৬.৪৫	পায়খানা নেই	২	৬.৫
মোট	**৩১**	**১০০**	**মোট**	**৩১**	**১০০**

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

আর্থিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক তথ্যের মধ্যে খানার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সব সময় বা বছর জুড়ে ঘাটতি থাকে ১৪.৩ শতাংশ খানার। সব সময় না হলেও মাঝে মাঝে ঘাটতি থাকে ৩৪.৬ শতাংশ খানার। সমান সমান অর্থাৎ উদ্বৃত্ত না থাকলেও কখনো ঘাটতি থাকে না ৯.৯ শতাংশ খানার। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত থাকে ৩০.৭ শতাংশ খানার। ১০.৫ শতাংশ খানা আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল বা সব সময় উদ্বৃত্ত থাকে।

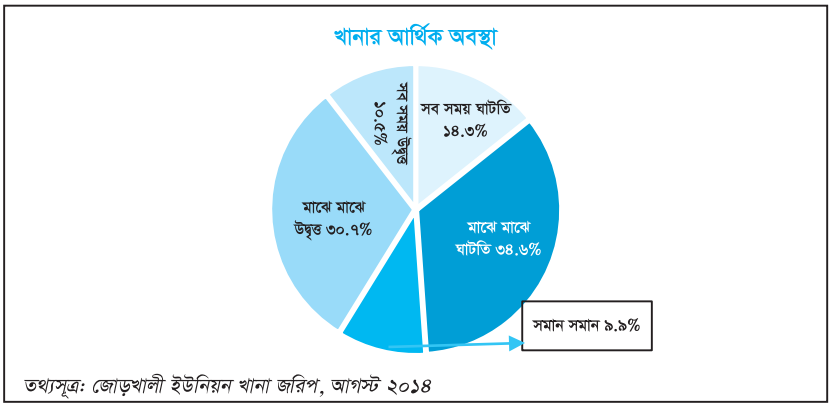

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। জোড়খালী ইউনিয়নে মোট ৮,৯০৯টি খানার মধ্যে নিজস্ব স্যানিটারি পায়খানা রয়েছে ৪৬.২ শতাংশ খানায়। কাঁচা বা খোলা পায়খানা ব্যবহার করে ৪১.৪ শতাংশ খানার সদস্যরা। খানার নিজস্ব পায়খানা নেই ১২.৪ শতাংশ খানার। যৌথ পরিবারের অংশ হিসেবে অনেক খানার নিজস্ব পায়খানা নেই, তারা যৌথ পরিবারের পায়খানা ব্যবহার করেন।

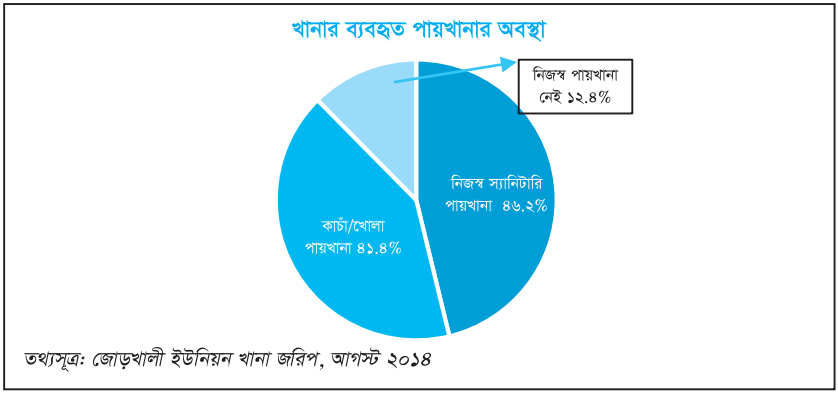

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

খাবার পানির অবস্থা

খাবার পানি হিসেবে ৮২ শতাংশ খানা নিজস্ব টিউবওয়ের পানি ব্যবহার করেন। পাশের বাড়ির টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেন ১৮ শতাংশ খানা। আবার ইউনিয়নের ৬৩ শতাংশ খানার সদস্যরা জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করা হয়নি। ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক মুক্ত বলে জানিয়েন ৩০.৫ শতাংশ খানা। ৬.৫ শতাংশ খানা থেকে জানিয়েছেন তাদের ব্যবহৃত পানি আর্সেনিক যুক্ত।

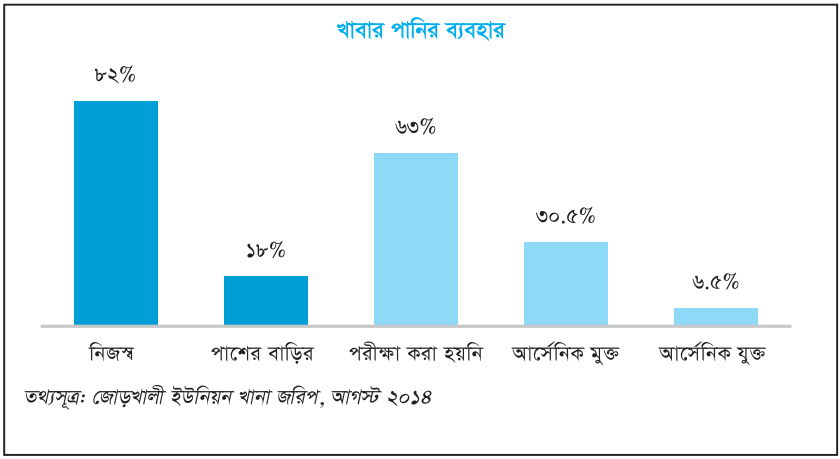

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিদ্যুতের ব্যবহার

ইউনিয়নের ৬০.২ শতাংশ খানার বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং ৩৯.৮ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ব্যবহৃত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৫.৮ শতাংশ খানা সাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন এবং ৫৪.২ খানা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

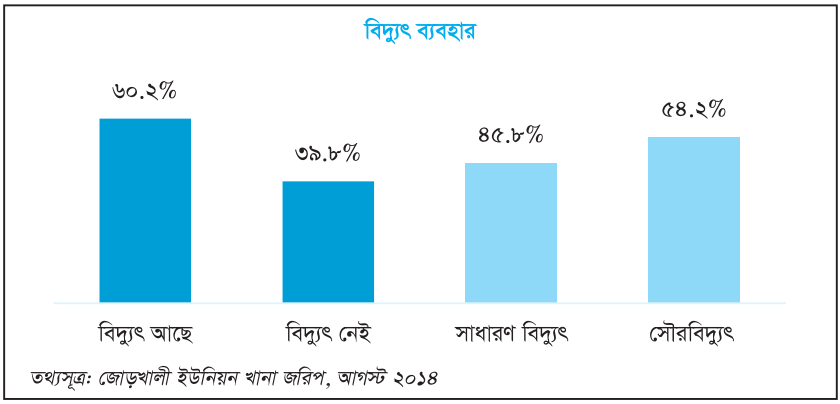

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

মোবাইল ফোন ব্যবহার

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। খানা জরিপে জনগণের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়নের ৫৯ শতাংশ খানা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং ৪১ শতাংশ খানায় কোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার হয় না। আবার যেসব খানায় মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ খানায় ১টি ফোন রয়েছে। ২টি করে ফোন রয়েছে ১১ শতাংশ খানায়। দুইয়ের অধিক ফোন ব্যবহার করেন ৪ শতাংশ খানা।

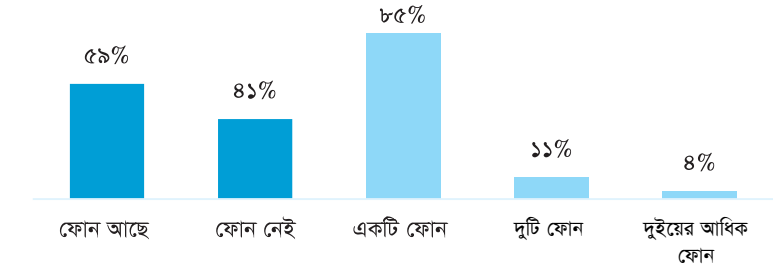

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

টেলিভিশনের ব্যবহার

বিনোদনের মাধ্যমে টেলিভিশনের অবস্থান সবার উপরে। ফুলকোচ ইউনিয়নে ৮,৯০৯টি খানার মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশ খানায় টেলিভিশন ব্যবহার রয়েছে এবং ৯২ শতাংশ খানায় টেলিভিশন নেই। ৬০.২ শতাংশ খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও মাত্র ৮ শতাংশ খানায় টেলিভিশন রয়েছে, তা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের ইঙ্গিত বহন করে।

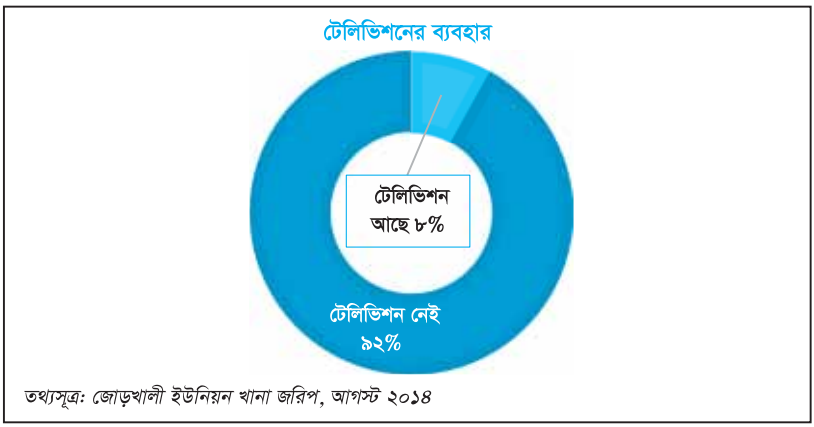

তথ্যসূত্র: জোড়খালী ইউনিয়ন খানা জরিপ, আগস্ট ২০১৪

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

জোড়খালী ইউনিয়নে ৮,৯০৯টি খানায় মোট ৩৭,২৬৪ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি যমুনা নদী এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী এলাকা হওয়ায় প্রতি বছর বন্যা প্লাবিত হয়। সব সময় খাদ্য ঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ৪৯ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নীট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নীট ভর্তির হার পাওয়া গিয়েছে ৯৫.১৮ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের আবস্থা সন্তোষজনক নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা কম, খানা প্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ১৫,২৭৬ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলো থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরাকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে জোড়খালী ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ–সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* –এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর গৃহীত কার্যক্রমগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করা গেলে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*–এর কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ* সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ

যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রাণ হলো *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ*। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষার মানোন্নয়ে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলী নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কর্ম এলাকায় স্থানীয় জনগণের ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা করে সে কারণে তাদেরকে এই কর্মসূচির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করা দরকার। এই কার্যক্রমকে সফল করতে হলে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

দিনের বেশিরভাগ সময় শিশু বাড়িতে কাটায়। তাই শিশুর পড়ালেখার ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা অপরিসীম। অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- অভিভাবকদের শিশুর লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে;
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জন প্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর খোঁজখবর রাখা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করা তাদের দায়িত্বের অংশ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নে "ওয়াচ গ্রুপ" এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- নিয়মিতভাবে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন চায়ের দোকানসমূহে শিশুরা যাতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সেই বিষয়ে ইউনিয়ন থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরেপড়া হত দরিদ্র শিশুর অভিভাবকদের ভিজিএ কার্ডসহ প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। এসএমসি যেমন একটি বিদ্যালয়কে আমূল বদলে দিতে পারে, তেমনি এসএমসি'র যথাযথ দায়িত্ব পালনের অভাবে

একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ও ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পড়ালেখার মান ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারকি করেন এসএমসি'র সদস্যগণ। *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ*–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএসসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলী নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেন দরবারকরণে।

শিক্ষক

শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। তাদের হাত ধরেই প্রতিটি শিশুর পড়ালেখায় হাতেখড়ি হয়। শিক্ষকদের যত্ন ও মননশীলতায় শিশুরা গড়ে উঠে আলোকিত মানুষরূপে। শিক্ষকগণ যেমন তাদের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন, তেমনি তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠদান প্রদানে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিতভাবে অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ও বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা কর্মকর্তার সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই এই কর্মসূচিতে

তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলী নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

জোড়খালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ–এর তালিকা

ক্রম নং	নাম	পদবী
১	মোঃ আলমগীর (চেয়ারম্যান)	সভাপতি
২	ড. শাহজাহান	সহ-সভাপতি
৩	মোঃ আব্দুল হাই সরকার	সদস্য সচিব
৪	মোঃ মিনহাজ উদ্দিন	উপদেষ্টা সদস্য
৫	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	সদস্য
৬	মোঃ সুজা মিয়া	সদস্য
৭	মোঃ আশেক মাহমুদ	সদস্য
৮	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য
৯	মোঃ গোলাম হোসেন	সদস্য
১০	মোঃ আলমগীর কবির	সদস্য
১১	রওশনারা বেগম	সদস্য
১২	মোঃ ওবায়দুর ইসলাম	সদস্য
১৩	মোঃ হাফিজুর রহমান	সদস্য
১৪	মোঃ ইসমাইল হোসেন	সদস্য
১৫	আল্পনা বেগম	সদস্য
১৬	আন্না বেগম	সদস্য
১৭	মোঃ আব্দুল মালেক চাঁন	সদস্য
১৮	মোঃ আব্দুল হাকিম খান	সদস্য
১৯	মোঃ সিরাজউদ্দৌলা	সদস্য
২০	মোঃ আব্দুল জলিল	সদস্য
২১	মোঃ রুস্তম আলী	সদস্য

খানা ও বিদ্যালয় জরিপে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ার ও সুপারভাইজারদের তালিকা

ক্রম নং	নাম	ওয়ার্ড নং
১	মোঃ রাসেল মিয়া	৬
২	মোঃ আরিফুল ইসলাম	৫
৩	মোছাঃ শাপলা খাতুন	৬
৪	মোঃ রাজা মিয়া	৬
৫	মোঃ রুকুনুজ্জামান	৬
৬	মোঃ রাসেল মিয়া	৪
৭	মোঃ সাদ্দাম হোসেন	১
৮	মোঃ আমিনুর রহমান	৩
৯	ফারজানা আক্তার	২
১০	মোঃ আতিকুল ইসলাম	৩
১১	মোঃ রাজা মিয়া	৬
১২	শান্তা ইসলাম	৬
১৩	মোঃ ইনামুল ইসলাম	৫
১৪	মোঃ নাইমুর রহমান	৫
১৫	মোঃ মিষ্টার আলী	৫
১৬	মোঃ পিটার মিয়া	৫
১৭	মোঃ শিপন মিয়া	৫
১৮	মোঃ আল মামুন	৫
১৯	মোঃ মোশারফ হোসেন	৫
২০	সাজেল খান	৫
২১	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	৫
২২	মোছাঃ ফাতেমা খাতুন	২
২৩	সুরাইয়া বেগম	৩
২৪	উম্মে কুলসুম	৪
২৫	মোঃ বাবু মিয়া	৫
২৬	মোঃ মনির ইসলাম	৫
২৭	মোঃ আলামিন	৫
২৮	মোঃ স্বপন মিয়া	৪
২৯	মোছাঃ সুরমা আক্তার	৯
৩০	মোঃ আল আমিন	৮

৩১	তাহমিনা	৪
৩২	হ্যাপি খাতুন	৪
৩৩	মোঃ রেজাউল করিম	৭
৩৪	মোঃ লালন মিয়া	৭
৩৫	মোঃ জিহাদ হাসান	৫

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটি
মতবিনিময় সভা

UKaid
প্রদায়ী সভা
এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ
ইউনিয়ন পরিষদ
ইউ-কে এইড, বাংলাদেশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়ার্ড কমিটি
মতবিনিময় সভা